প্রথম আলো

তারিখ 1 APR 2009
পৃষ্ঠা ... ২ ... ২

ছাত্রলীগের দুই অংশের সংঘর্ষে নিহত এক

ঢাকা মেডিকেল কলেজ বন্ধ ঘোষণা, হল ছেড়েছেন শিক্ষার্থীরা

কর্তৃপক্ষের নির্দেশে গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজের ডা. আলীম চৌধুরী হল ছেড়ে যাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা ● ছবি : প্রথম আলো

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

ঢাকা মেডিকেল কলেজের (ডিএমসি) ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে এক ছাত্র নিহত ও অন্তত ৫০ জন আহত হয়েছেন। নিহত আবুল কালাম আসাদ (২৫) কলেজ ছাত্রলীগের একাংশের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন।

গত সোমবার মধ্যরাতে ছাত্রলীগের দুই অংশের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং তা দেড় ঘণ্টা ধরে চলে। সংঘর্ষের জের ধরে গতকাল মঙ্গলবার কর্তৃপক্ষ ঢাকা মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেছে। একই সঙ্গে বিকেল চারটার মধ্যে সব ছাত্রছাত্রীকে হল ছাড়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। ঘটনা তদন্তে মহীউদ্দিন খানকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিকে আগামী ১০ কার্যদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে।

হাসপাতালে যাঁরা ভর্তি হয়েছেন : আবুল কালাম আসাদের অবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাঁকে প্রথমেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) নেওয়া হয়।

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৬

ছাত্রলীগের দুই অংশের সংঘর্ষে নিহত এক

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বিকেল চারটা পর্যন্ত তাঁকে জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জামাদি (লাইফ সাপোর্ট) দিয়ে বাঁচিয়ে রাখা হয় বলে চিকিৎসকেরা জানান। চারটার পর তাঁকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়।

আসাদের গ্রামের বাড়ি রাজশাহী শহরের কল্পনাবাগান এলাকার হেতেম খাঁ। তাঁর বাবার নাম রিয়াজ উদ্দিন। তিন ভাইয়ের মধ্যে আসাদ দ্বিতীয়।

ঢাকা মেডিকেলে আরও যাঁরা চিকিৎসা নিয়েছেন তাঁরা হলেন মিজানুর রহমান, মো. আবু ইউসুফ, মুর্শেদুর ভুঁইয়া, আহমেদ করিম হিমেল, আঁবরারুল আমিন, সামসুল আলম, রফিকুল ইসলাম, মাহবুর রহমান, সৈয়দ মামুন মোস্তফা, সুব্রত, প্রীতম, সিনহা, সেতু, সুজন, অমিত ও মারজুক।

মধ্যরাতে সংঘর্ষ : প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশসহ বিভিন্ন সূত্র জানায়, সোমবার রাত ১২টার দিকে ছাত্রলীগের একাংশের সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আসাদের নেতৃত্বে ২৫-৩০ জন হকিস্টিক, ক্রিকেটের স্ট্যাম্প নিয়ে বকশীবাজারে অবস্থিত ডা. ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসে ঢুকে পড়ে। তারা পঞ্চম বর্ষের চূড়ান্ত পর্বের র‌্যাগ অনুষ্ঠানের (কে-৬১ ব্যাচ) আয়োজকদের কাছে চাঁদা দাবি করে। এ সময় ছাত্রলীগের আরেক অংশের নেতা মামুন মোস্তফা সমর্থিত কর্মী ও সাধারণ ছাত্ররা এর প্রতিবাদ করেন। এ সময় আসাদের লোকজন মামুন সমর্থকদের ওপর হামলা করে তাদের বেধড়ক পেটায়। একপর্যায়ে হলের ছাত্রদের একাংশ মামুন সমর্থকদের সঙ্গে এক হয়ে হামলাকারীদের ধাওয়া দিলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বেধে যায়। এ সময় ফাঁকা গুলি ছোড়ার ঘটনাও ঘটে।

ছাত্রাবাসের অন্তত সাতটি কক্ষ এবং একটি গাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। রাত দেড়টা পর্যন্ত এ অবস্থা চলে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের কমপক্ষে ৫০ জন আহত হন। এর মধ্যে ১৭ জনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সংঘর্ষ রাস্তায় ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কায় ছাত্রাবাসের সামনে বিপুলসংখ্যক পুলিশ মোতায়েন করা হয়। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায়, রাত দেড়টার পর পরিস্থিতি শান্ত হলে পুলিশ আহত সবাইকে হাসপাতালে নিতে সহায়তা করে।

ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাসের এফ-১ নম্বর কক্ষে থাকি। সোমবার রাত ১২টার সময় ১৫-২০ জন বহিরাগত হকিস্টিক, রড ও ক্রিকেটের স্ট্যাম্প নিয়ে হঠাৎ আমাদের কক্ষে ঢুকে পড়ে। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মী মিজানুর রহমান কক্ষে ছিল এবং আসাদ ছিল বারান্দায়। হামলাকারীরা প্রথমে মিজানুরকে ও পরে আমাকে বেধড়ক পেটায়। এরপর তারা বারান্দায় গিয়ে আসাদকে বেধড়ক পিটিয়ে তৃতীয় তলা থেকে নিচে ফেলে দেয়। সেখানে আবারও আসাদকে পেটানো হয়। এতে তার মাথায় গুরুতর জখম হয়। দুই পা ভেঙে যায়।'

ইউসুফ দাবি করেন, জব্বার প্রামাণিক (একাংশের সভাপতি) ও মামুন মোস্তফার (সাধারণ সম্পাদক) নেতৃত্বে তাঁদের পিটিয়ে জখম করা হয়।

ইউসুফ জানান, গত বছরের অক্টোবরে আসাদ রাজশাহীতে একটি ফৌজদারি মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে দুই মাস কারাবন্দী ছিলেন। তখন (গত নভেম্বরে) জব্বার প্রামাণিককে সভাপতি ও মামুন মোস্তফাকে সাধারণ সম্পাদক করে আরেকটি কমিটি গঠন করা হয়। আসাদ জামিনে বেরিয়ে আসার পর জব্বার-মামুনের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়।

এ ব্যাপারে জব্বার প্রামাণিক ও মামুন মোস্তফার সঙ্গে যোগাযোগ করেও কথা বলা সম্ভব হয়নি। তাঁদের মোবাইল ফোন বন্ধ। দুপুর একটায় ছাত্রাবাসে গিয়েও তাঁদের পাওয়া যায়নি।

কলেজ বন্ধ ঘোষণা : উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে গতকাল বেলা ১১টায় ডিএমসির একাডেমিক কাউন্সিল বৈঠক করে। এমবিবিএস পরীক্ষা ও ক্লাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত হয়। বিকেল চারটার মধ্যে ছাত্রাবাস বন্ধেরও সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে। বিদেশি ছাত্রছাত্রীরা হলে থাকতে পারবেন এবং স্নাতকোত্তর কোর্সের পরীক্ষা ও ক্লাস যথারীতি চলবে।

আসাদের বিরুদ্ধে যত অভিযোগ : গতকাল ঢাকা মেডিকেল কলেজে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, গত কয়েক মাস থেকে বিভিন্ন ব্যাচের ছাত্ররা প্রতিযোগিতা কিংবা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করতে গেলে আসাদের নেতৃত্বে ১০ সদস্যের একটি দলকে চাঁদা দিতে হতো। এদের বিরুদ্ধে ঢাকা মেডিকেল কলেজের সন্ধানী ইউনিটের অ্যাম্বুলেন্স ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের অভিযোগও আছে। এ ছাড়া দুজন ছাত্রের মোবাইল ছিনিয়ে নেওয়া, বিভিন্ন বর্ষের বেশ কয়েকজন ছাত্রকে পেশাগত পরীক্ষায় অংশ নিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও আছে তাঁর বিরুদ্ধে। ফজলে রাব্বী ছাত্রাবাস থেকে বিতাড়িত ছাত্রদলের ৩২ নেতা-কর্মীকে চাঁদার বিনিময়ে আসাদ ছাত্রাবাসে তোলার প্রস্তাব দিয়েছিলেন বলে বিতাড়িতরা অভিযোগ করেছে। আসাদের নেতৃত্বেই এদের বিতাড়িত করা হয়।

গত ২১ মার্চ এক রোগীর মৃত্যু নিয়ে রোগীর স্বজনদের সঙ্গে চিকিৎসক ও নার্সদের মধ্যে সংঘটিত অপ্রীতিকর ঘটনায় শিক্ষানবিশ চিকিৎসকেরা ১০ ঘণ্টা হাসপাতাল অচল করে রাখেন। পরদিন সকালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে গিয়ে দেখা যায়, দেয়ালে পাঁচ দফা দাবিসংবলিত পোস্টার। নিচে চিকিৎসক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর পক্ষে আসাদের নাম লেখা।

মামলা : গত রাত ১০টায় লালবাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নবজ্যোতি খীসা প্রথম আলোকে জানান, ডিএমসির পক্ষ থেকে প্রধান সহকারী মাহবুবুল হক থানায় অভিযোগ দিয়েছেন। সেটি মামলা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, অজ্ঞাত বহিরাগতরা জোর করে ছাত্রাবাসে ঢুকে ধারালো ও ভোঁতা অস্ত্র দিয়ে হামলা চালিয়েছে। তিনি জানান, প্রকৃত অপরাধী গ্রেপ্তারে অভিযান শুরু করা হয়েছে। তবে আসাদ হত্যা মামলাটি এখনো রুজু হয়নি।

নাম প্রকাশ না করার শর্তে এক ছাত্র জানান, দীর্ঘদিন ধরে আসাদ গ্রুপ সাধারণ ছাত্রদের শোষণ করে আসছে। ক্যান্টিনে চা খেতে হলেও তাঁদের অনুমতি নিয়ে যেতে হতো। আসাদের প্রতিপক্ষ মামুন মোস্তফা কোণঠাসা ছিলেন। এ কারণে সাধারণ ছাত্ররা আসাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে না পারলেও মামুনকে সমর্থন দিয়ে আসছেন। সাধারণ ছাত্রদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সোমবার মধ্যরাতে।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আসাদ গ্রুপের মো. আবু ইউসুফ দাবি করেন, 'আসাদের বিরুদ্ধে আনা চাঁদাবাজির অভিযোগ ঠিক নয়। আমি তার সঙ্গে